মুখবন্ধ

সন্ত্রাস দমনের নামে র‍্যাবের হেফাজতে বর্তমানে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১১২। প্রকৃতপক্ষে সন্ত্রাস দমন রূপ নিয়েছে মানুষ নিধনে। সন্ত্রাস নির্মূল করতে যেয়ে ন্যায্যতা দেয়া হচ্ছে সেই সন্ত্রাসকেই। মানুষের বাঁচার অধিকার, বিচার পাওয়ার অধিকার– সবকিছুকে অস্বীকার করে, অমর্যাদা দেখিয়ে চালানো হচ্ছে নির্বিচার হত্যাকাণ্ড। আমরা র‍্যাবের রাজশাহী বিভাগীয় কমান্ডিং অফিসারকে বলতে শুনি, "হাঁটু ভেঙে দেয়ার চেয়ে ক্রসফায়ার উত্তম ব্যবস্থা" (১৫ মে, দৈনিক প্রথম আলো)। যেন বন্দি মানুষের– সে অপরাধী হোক কি না হোক– হাঁটু ভেঙে দেয়া বৈধ কাজ। অফিসারের ভাষায়– হত্যা করা তার থেকেও ভালো।

সাধারণ নাগরিকদেরও অনেকে বিচার-বহির্ভূত এই হত্যাযজ্ঞকে সমর্থন করছেন। তারা যুক্তি হিসেবে পুলিশ ও বিচার বিভাগের ব্যর্থতার কথাই বলছেন। সরকারও সময় সময় র‍্যাবের সমর্থনে কথা বলতে গিয়ে সন্ত্রাস দমনে প্রচলিত ব্যবস্থার অসফলতার কথা প্রকারান্তরে স্বীকার করে নিয়েছে। অথচ এ সমস্ত ব্যবস্থার সবই সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। তাই ব্যর্থতাটাও সরকারেরই। কোনো বিশেষ বাহিনী নামিয়ে কি এই ব্যর্থতা আড়াল করা যাবে? কিংবা আইন-আদালতকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে সরাসরি গুলি করে হত্যার দায়ভার থেকে কি এই বাহিনীকে সত্যিই মুক্তি দেয়া যাবে? অথবা তাদের জন্য দায়মুক্তির আইন তৈরি করে? আমরা মনে করি সেটা সম্ভব নয়। সম্প্রতি জানা গেছে, র‍্যাবের কর্মকাণ্ডের তদন্ত করবে নির্বাহী বিভাগ। আমাদের আশঙ্কা– বিচার বিভাগের নেতৃত্বে সমাজের যোগ্য সদস্যদের নিয়ে গঠিত কোনো তদন্ত কমিটি ব্যতীত সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এ বিষয়ে নিরপেক্ষ মতামত দেয়ার সাহস করবেন না।

সরকারও সময় সময় র‍্যাবের সমর্থনে কথা বলতে গিয়ে সন্ত্রাস দমনে প্রচলিত ব্যবস্থার অসফলতার কথা প্রকারান্তরে স্বীকার করে নিয়েছে। অথচ এ সমস্ত ব্যবস্থার সবই সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। তাই ব্যর্থতাটাও সরকারেরই। কোনো বিশেষ বাহিনী নামিয়ে কি এই ব্যর্থতা আড়াল করা যাবে? কিংবা আইন-আদালতকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে সরাসরি গুলি করে হত্যার দায়ভার থেকে কি এই বাহিনীকে সত্যিই মুক্তি দেয়া যাবে?

সন্ত্রাসের সমস্যা আমাদের দীর্ঘদিনের। বিষয়টি গভীর এবং অত্যন্ত জটিল– আমাদের আর্থ-সামাজিক, নৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চর্চার ফল। বহুমাত্রিক সংস্কার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই তার সমাধান করতে হবে। সেজন্য প্রয়োজন সরকার এবং অন্যান্য রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তিগুলোর সদিচ্ছা। সমস্যা সমাধানে র‍্যাবের মতো কোনো চটজলদি হঠকারী পন্থা গ্রহণ আমাদের জন্য বরং বড় ধরনের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এভাবে সন্ত্রাসী পরিচয়ে বিচার না পেয়ে কিছু মানুষের মৃত্যু আসলে আমাদের নৈতিকতার মৃত্যু, ন্যায়-অন্যায় বোধের মৃত্যু। এ কথা স্বীকার করে নিতে আমরা যতো দেরি করবো, ততোই অমঙ্গলের আবর্তে তলিয়ে যেতে থাকবো। এ কথা সর্বজনগৃহীত যে, অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি আচরণ দেখে রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। বিভিন্ন রাজনৈতিক পর্যায়ে আমাদের দেশে বন্দি নির্যাতন ও রাষ্ট্রের হেফাজতে অসংখ্য মৃত্যুর ঘটনায় সুদীর্ঘ সময় ধরে আমরা পুলিশি হেফাজত, সর্বোপরি ফৌজদারি বিচার-ব্যবস্থা সংস্কারের আন্দোলন করে এসেছি। এ প্রক্রিয়ায় উচ্চ আদালতের রায়ও আমাদের পক্ষে আছে। কিন্তু র‍্যাব অল্প ক'দিনেই আমাদের আরও অনেক বছর পিছিয়ে

দিয়েছে। আইনের শাসন আর ন্যায়বিচারের পরিবর্তে জারি করা হয়েছে অস্ত্রের শাসন এবং র‍্যাব ও পুলিশি দণ্ড। এ অবস্থা অবাধে চলতে দেয়া যায় না। তাই আমরা র‍্যাবের আচরণের বিরুদ্ধে, বিচার-বহির্ভূত হত্যার বিরুদ্ধে, দায়মুক্তির সংস্কৃতির বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছি। এই লড়াইয়েরই একটি অংশ আমাদের এই প্রকাশনা– *র‍্যাব: সন্ত্রাস নির্মূল না রাষ্ট্রের সন্ত্রাস।*

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) শুরু থেকেই বিভিন্নভাবে র‍্যাবের বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিরোধিতা করে আসছে। এ যাত্রায় আমাদের সাথে ছিল দেশের কয়েকটি মানবাধিকার ও নারী অধিকার সংগঠন। আমরা সংবাদ সম্মেলন করেছি, প্রেসে প্রতিক্রিয়া পাঠিয়েছি, বিবৃতি দিয়েছি, ক্ষতিগ্রস্তদের আইনগত সাহায্য দেয়ার চেষ্টা করেছি। কোনো কিছুই অবশ্য এখনো যথেষ্ট বলে প্রমাণিত হয়নি। খুব কম ক্ষেত্রেই ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো মামলা করার সাহস করে। যারা আবার শুরুতে সাহস করে বা আগ্রহ দেখায়, তারাও পরে নানা দিক চিন্তা করে পিছিয়ে যায়। ফলে বিচারাদালতের মাধ্যমে প্রতিকার লাভের চেষ্টা করা এখন পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। কোন বাস্তবতায় এই পরিবারগুলো মামলা করার সাহস পায় না, পাঠক এ গ্রন্থের তদন্ত প্রতিবেদনগুলো পাঠে সে সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাবেন। এ প্রসঙ্গে তদন্ত প্রতিবেদনগুলো নিয়ে কিছু বলা প্রয়োজন। মানবাধিকার লঙ্ঘনের নির্দিষ্ট ঘটনায় আইনগত প্রতিকার পাওয়ার ক্ষেত্রে সুষ্ঠু তদন্ত রিপোর্টের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কাজটা পুলিশ বাহিনীর করার কথা থাকলেও তাতে কতোটা আস্থা রাখা যায়, তা পাঠকমাত্রই জানেন। বেসরকারি তদন্ত পরিচালনারও কিছু প্রতিবন্ধকতা আছে। সংশ্লিষ্ট সরকারি বিভাগগুলোর অসহযোগিতা তার অন্যতম কারণ। এ ছাড়াও রয়েছে তাদের ওপর সরকারি নজরদারি এবং নানারকম হুমকি। এ সমস্যাগুলো থাকা সত্ত্বেও আসক-এর তদন্ত কর্মীরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন সত্য উদঘাটনের।

এ প্রকাশনার একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন পত্রিকা থেকে সংগৃহীত বিভিন্নজনের লেখা। তারা এ সমাজের সংবেদনশীল, বিদগ্ধ মানুষ। দেশের দুর্যোগময় পরিস্থিতিতে তাদের কণ্ঠ সবসময় আমাদের সাহস যোগায়, অনুপ্রেরণা দেয়। যুক্তি, প্রজ্ঞা, সর্বোপরি মানবতাবোধ দিয়ে যার যার নিজস্ব ভঙ্গিমায় তারা তাদের লেখায় র‍্যাবের স্বল্পমেয়াদি এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব সম্পর্কে যে আলোকপাত করেছেন, তা অবশ্যই পাঠকের ভাবনার ক্ষেত্রে ইন্ধন যোগাবে। এ গ্রন্থে সেই লেখাগুলো পুনর্মুদ্রণের অনুমতি দিয়ে তারা আমাদেরকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

বইয়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়– সাক্ষাৎকার। এখানে র‍্যাব ও এর আনুষঙ্গিক দিক নিয়ে আমাদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন চার ক্ষেত্রে বিচরণকারী চারজন ব্যক্তি। এরা প্রত্যেকেই বৈশিষ্ট্যে স্বকীয় এবং স্বতন্ত্র। তা সত্ত্বেও সচেতন পাঠক এর মধ্যে মূল সুরে ঐক্য খুঁজে পাবেন। এ সম্পর্কে তাদের জ্ঞান ও বিশ্লেষণধর্মী বক্তব্য অনেকের র‍্যাব-বিষয়ক জানা, বোঝা ও ভাবনার পরিধি প্রসারিত করতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। এ গ্রন্থে তাদের মূল্যবান অবদান আমরা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করছি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, এ প্রকাশনার জন্য সাক্ষাৎকার প্রদানের অনুরোধ জানিয়ে আমরা মহাপরিচালক, র‍্যাপিড একশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) বরাবর চিঠি পাঠিয়েছিলাম। জবাব পাইনি। এদিক থেকে সাক্ষাৎকার অধ্যায় খানিকটা অসম্পূর্ণই থেকে গেল।

এবার আসক পরিবারের সদস্যদের প্রসঙ্গে আসা যাক। প্রথমে ধন্যবাদ জানাই আসক-এর তদন্ত ইউনিটের কর্মীদের। 'র‍্যাব-এর ক্রসফায়ারে নিহত সন্ত্রাসী'– পত্রিকার এই শিরোনামের বাইরে অনেক কথা অব্যক্ত থাকে। অনেক মানুষের স্বজন হারানোর বেদনা, রাষ্ট্রের নির্মম সন্ত্রাসের সামনে সাধারণ নাগরিকের করুণ অসহায়ত্ব– এসব দিক উঠে এসেছে তদন্ত কর্মীদের প্রতিবেদনে। বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করে গ্রন্থটিকে সমৃদ্ধ করেছেন আসক-এর তথ্য সংরক্ষণ ইউনিটের কর্মীবৃন্দ। র‍্যাব প্রকাশনার সার্বিক পরিকল্পনা, লেখা নির্বাচন ও সম্পাদনার কাজে আসক-এর কমিউনিকেশন ইউনিটের কর্মীদেরকে পরামর্শ দিয়ে ও হাতে-কলমে সহায়তা করেছেন ড. হামিদা হোসেন ও এডভোকেট ইদ্রিসুর রহমান। তাদের সাথে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, যারা র‍্যাব প্রকাশনার কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাধা করেছেন, সেই কমিউনিকেশন ইউনিট ও কম্পিউটার সেকশনের কর্মীদের।

সুলতানা কামাল
নির্বাহী পরিচালক
আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)
১৭ মে ২০০৫